দৈনিক সংবাদ

24

তারিখ ... 3 0 AUG 1998 ...
পৃঃ 6 কলাম ... 7 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের কমিটি কমিটি খেলা

কৈলাস সরকার ॥ ছাত্রলীগের (শা–পা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে 'কমিটি কমিটি' খেলা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে। সব পক্ষই দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি অবস্থানে।

কর্মীদের দাবির মুখে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাদের পছন্দমতো পৃথক দুটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে জমা দিয়েছেন। এ কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই শীর্ষনেতা এবং গোটা সংগঠনের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন হল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা কমিটির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে।

১৯৯৪ সালের ১৯শে জুলাই ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনীতদের নাম ঘোষণা করা হয়। এর পর গত ৪ বছর অতিবাহিত হলেও কমিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। জানা গেছে, সভাপতি বাহাদুর বেপারি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারার কারণেই তা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে বহুবার দাবি জানিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা না করায় গত ১৮ই আগস্ট হতে সরাসরি আন্দোলনে নামে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে স্মারকলিপি দেয়। এতেও দাবি পূরণ না হওয়ায় গত ২৩শে আগস্ট তারা মধুর ক্যান্টিন ভাঙচুর করে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা গত ২৪শে আগস্ট মধুর ক্যান্টিন বর্জন, ডাকসুর সামনে প্রতীক অবস্থান শুরু করেছে। মঙ্গলবার অপরাজেয় বাংলার সামনে প্রতিবাদ হিসেবে কালো কাপড়ের ব্যানার টানানো হয়। বিষয়টি তারা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ ও আ' লীগ নেতাদেরও অবহিত করে।

পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকনের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশে রূপ নিয়েছে। তারা দু জন তাদের নিজস্ব পছন্দমতো দুটি পৃথক কমিটি কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর জমা দিয়েছে। জানা গেছে, বহুবার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেও দু' জনে মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে ব্যর্থ হয়।

গত ২৩শে আগস্ট সভাপতি বাহাদুর বেপারি একা ৪১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি কেন্দ্রীয় সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নার কাছে দেয়। পরে সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর ৮৫ সদস্যবিশিষ্ট অপর একটি কমিটি জমা দেয়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংগঠনের মধ্যেই বিশৃংখলা শুরু হয়েছে। নেতাকর্মীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ দ্বিধাবিভক্তি যেকোন সময় সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে।